মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৪৩৪

পর্ব-২২: পোশাক-পরিচ্ছদ (كتاب اللباس)

পরিচ্ছেদঃ ৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - চুল আঁচড়ানো

بَابُ التَّرَجُّلِ

আরবী

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

বাংলা

৪৪৩৪-[১৬] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে যা’ফরানী রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৫৮৪৬, মুসলিম (২১০১)-৭৭, তিরমিযী ২৮১৫, নাসায়ী ২৭০৬, আবূ দাঊদ ৪১৭৯, সহীহুল জামি‘ ৬৮১৮, আল জামি‘উস্ সগীর ১২৭৭৪, মা‘রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ২৮৯৯, মুসনাদুশ্ শাফি‘ঈ ৫৬৩, মুসনাদে আহমাদ ১১৯৭৮, মুসনাদে আবূ ইয়া‘লা ৩৮৮৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪৬৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৭৪, শু‘আবুল ঈমান ৬৪১৬, আল মু‘জামুল আওসাত্ব ৮৮৮৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২৩৬, আস্ সুনানুস্ সুগরা ১৫৭৫।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের মর্ম হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের জন্য যা‘ফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। এ নিষেধাজ্ঞার ভিতর শরীরে ব্যবহার বা কাপড়ে ব্যবহার উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটা মেয়েদের অভ্যাস। তবে রঙের পরিমাণ অল্প হলে তার অনুমতি রয়েছে। কেননা কোন কোন সাহাবীকে এই রঙে দেখলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বারণ করেননি।

মুল্লা ‘আলী কারী (রহিমাহুল্লাহ) ‘শারহুস্ সুন্নাহ্’ কিতাবের বরাতে বলেনঃ আবূ ‘ঈসা বলেনঃ পুরুষের জন্য জাফরান ব্যবহার নিষেধের মর্ম হলো যা‘ফরানের সুগন্ধি ব্যবহার করা। আর যা‘ফরান নিষেধ হলো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা। কিন্তু যদি তা অল্প হয়, তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহিত সাহাবীর ক্ষেত্রে এর

ছাড় দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আবদুর রাহমান ইবনু ‘আওফ-এর পরনে যা‘ফরান লাগানো পোশাক দেখে কোন আপত্তি করেননি। এরপর তিনি বলেন, আমি বলি, হয়ত বৈবাহিক অনুষ্ঠানাদির কারণে তার কাপড়ে অনিচ্ছায় কিছু যা'ফরান রঙ লেগে গিয়েছিল। তাই তা সেই নিষেধের আওতাভুক্ত হয়নি যাতে কম বেশি সবই অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই নিষেধটিও ব্যাপক যেখানে বলা হয়েছে إِنَّ طِيبَ الرَّجُلِ مَا وُجِدَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ অর্থাৎ- ‘‘নিশ্চয় পুরুষের সুগন্ধি হচ্ছে, যার সুগন্ধি প্রকাশ পায় কিন্তু রঙ প্রকাশ পাওয়া যায় না’’। এছাড়া ইবনু শিহাব-এর যে বর্ণনা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, ‘‘রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহাবা যা‘ফরান মিশ্রিত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, এতে তারা কোন সমস্যা দেখতেন না।’’ এরও উদ্দেশ্য কিছু কিছু সহাবা নিতে হবে। অর্থাৎ যাদের কাছে নিষেধাজ্ঞার খবর পৌঁছেনি তারা তা ব্যবহার করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মোটকথা, বর্ণিত হাদীসটিতে আমরা পুরুষের জন্য যা'ফরান রঙ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাচ্ছি। আবার কোন কোন ঘটনা থেকে এর কিছুটা অনুমোদন রয়েছে বলে বুঝা যায়। হাদীসের উভয় ধারার সামঞ্জস্য বিধানে কেউ কেউ বলেন, নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলো রঙ বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে। আর যেসব হাদীস থেকে অনুমোদন রয়েছে বলে অনুমিত হয় এ সকল হাদীস হচ্ছে, অল্প হওয়ার ক্ষেত্রে। এ মতের সার হলো, যা‘ফরান রং পরিমাণে বেশি ব্যবহার জায়িয নেই। তবে অল্প বা অতি সামান্য হলে কোন সমস্যা নেই।

তবে নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোতে কমবেশির সাথে পার্থক্য না থাকায় অনেক ‘আলিমের মত হলো, যা‘ফরান কম হোক বেশি হোক তা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। যেসব ঘটনা থেকে এর অনুমোদন বুঝা যায় তা হয় অনিচ্ছায় ছিল অথবা ব্যবহারটি নিষেধ না জানার কারণে ছিল। তাই এসব ঘটনা দিয়ে স্পষ্ট সাধারণভাবে নিষেধের হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করার কোন যুক্তি নেই। তাই যা‘ফরান অস্পষ্ট কাপড়ে হোক, শরীর হোক পুরুষের জন্য তা ব্যবহার হারাম।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75158

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন